জলবায়ু পরিবর্তন ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী ১৫

বিপন্ন অবস্থা

বাংলাদেশের মত বিশ্বের সকল অনুন্নত দেশের এক বিরাট জনগোষ্ঠী দারিদ্র সীমার নিচে বাস করে। এই বিরাট জনগোষ্ঠীর জীবিকার মান অত্যন্ত নিচু। তারা কোন রকমে খেয়ে পড়ে মানবেতর জীবন কাটায়। এই জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ প্রকৃতি থেকে নানাবিধ খাদ্য ও জীবিকার উপকরণ সংগ্রহ করে বেঁচে আছে। তাই প্রাকৃতিক সম্পদ এদের বেঁচে থাকার একটি প্রধান অবলম্বন। যেমন, অনেক দরিদ্র পরিবার প্রাকৃতিক জলাশয় থেকে মাছ ধরে, কাঁকড়া, শামুক-ঝিনুক, শাক-সব্জি ও শাপলা-শালুক সংগ্রহ করে, অনেকে আবার বন থেকে খাদ্য ও জ্বালানীসহ নানাবিধ সম্পদ আহরণ করে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ কৃষি খাতে দিন মজুরের কাজে সম্পৃক্ত।

শহরের বস্তিতে এক বিশাল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বসবাস। এরা নানাবিধ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে শ্রম বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করছে। এদের বাসস্থানের অবস্থা অত্যন্ত করুণ- সকল প্রকার নাগরিক সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত। খাদ্য, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, পানি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সুবিধা একেবারেই অপ্রতুল। ধনীদের পক্ষে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব (যেমন খাদ্যাভাব, স্বাস্থ্য সমস্যা, ফসলহানী, ভূমির ব্যবহারে পরিবর্তন, লবণাক্ততা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ) কাটিয়ে উঠা সম্ভব হলেও দরিদ্র জনগণের পক্ষে পরিবর্তিত অবস্থার মোকাবেলা করা দু:সাধ্য। তাই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য এক মারাত্মক হুমকি হয়ে দেখা দিবে।

ঝুঁকি

- বেশির ভাগ দরিদ্র জনগণ প্রাকৃতিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বাস করে। যেমন নদীর পাশে (নদী ভাঙ্গনের ঝুঁকি), চর এলাকায় (প্রতি বছর বন্যার ঝুঁকি), উপকূলীয় বাঁধের উপর ও বাঁধের বাহিরে (জলোচ্ছাসের ঝুঁকি) ইত্যাদি। এই ধরনের জনগোষ্ঠী শুধুমাত্র তাদের বসবাসের স্থানের জন্যই অধিকতর ঝুঁকির মধ্যে পড়ে।

- ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলোতে (যেখানে বেশির ভাগ দরিদ্র লোকের বাস) যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো থাকে না। ফলে যখন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা কঠিন রোগ-ব্যাধি দেখা দেয় তখন তাদের কাছে সাহায্য পৌছানো বা তাদের পক্ষে সাহায্য পাওয়ার জন্য যোগাযোগ করা কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে তাদের ঝুঁকির মাত্রা বেড়ে যায়।

- ঝুঁকিপূর্ণ ও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন স্থানে দুর্যোগ সংক্রান্ত আগাম সতর্কতা বা পূর্বাভাস পৌছানো অনেক সময় সম্ভব হয় না। ফলে দরিদ্ররা অধিক ঝুঁকির মধ্যে থাকে এবং দুর্যোগে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

- বন্যা, খরা, জলোচ্ছাস ও অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণে ফসলের ক্ষতি হলে জমির মালিকের পাশাপাশি দরিদ্র কৃষি শ্রমিকরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিশেষ করে ফসল পরিচর্যা ও কাটার জন্য প্রাপ্য মজুরি বা ভাগ থেকে বঞ্চিত হয়।

- দুর্যোগের কারণে স্থানান্তরের ব্যয় বহন করতে না পেরে অনেক দরিদ্র মানুষ তাদের বাড়িতে অরক্ষিত অবস্থায় অবস্থান করার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা মারা যায়।

- জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট রোগ-ব্যাধির প্রকোপ বৃদ্ধি পেলে দরিদ্র জনগণের ঝুঁকি বৃদ্ধি পাবে। একদিকে তারা যেমন সঠিক চিকিৎসা সেবা পায় না অপর দিকে অসুস্থতার কারণে আয়মূলক কাজে অংশগ্রহণ করতে না পেরে আরো দরিদ্র হয়ে যায় বা ঋণগ্রস্ত হয়।

তথ্যপত্রটি বাংলাদেশ সরকারের ক্লাইমেট চেঞ্জ সেল কর্তৃক প্রকাশিত এবং সেন্টার ফর ন্যাচারাল রিসোর্স স্টাডিজ (সিএনআরএস) কর্তৃক প্রণীত ও মুদ্রিত

জলবায়ু পরিবর্তন ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী

খাপ খাওয়ানোর উপায়

- ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসবাসের উপর নিয়ন্ত্রণ আনতে হবে। ভূমি ব্যবহারে জোনিং রেগুলেশনের আওতায় এনে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করে সে সকল স্থানে বাসস্থান নির্মাণ নিয়ন্ত্রিত করতে হবে।
- দরিদ্র জনগণের জন্য কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে।
- দরিদ্র জনগণের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও তাদের করণীয় সম্পর্কে সচেতন করতে হবে এবং পরিবর্তিত অবস্থার সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য কার্যকরভাবে তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে।
- দুর্যোগ প্রবণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসবাসকারী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অবস্থানের উপর মানচিত্র করতে হবে যাতে দুর্যোগের সময়ে তাদের কাছে দ্রুত সহায়তা পৌঁছে দেয়া যায়।
- যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এলাকার জনগণ যাতে দুর্যোগ সংক্রান্ত পূর্বাভাস সঠিক সময়ে পেতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।
- দুর্যোগ প্রস্তুতি ও দুর্যোগকালীন সময়ে দরিদ্রদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে আনার ব্যবস্থা কার্যকরভাবে নিশ্চিত করতে হবে।
- বস্তি এলাকায় বসবাসরত দরিদ্রদের জন্য উন্নত আবাস, সুপেয় পানি, পয়ঃপ্রণালী ও স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন জলাভূমি, বনভূমি, উপকূলীয় সম্পদ, ম্যানগ্রোভ ইত্যাদি প্রতিবেশের টেকসই সংরক্ষণ ব্যবস্থা নিতে হবে, যাতে দরিদ্র জনগণ ঐ সকল সম্পদের ভান্ডার থেকে তাদের খাদ্য ও জীবিকার উপকরণ সংগ্রহ করতে পারে।
- দারিদ্র্য দূরীকরণে বিশেষ কর্মসূচি ও বঞ্চিত জনগণের জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা কার্যক্রম জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।
- জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর লক্ষ্যে দরিদ্রদের জন্য তহবিল সৃষ্টি করে তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে হবে।